গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ
(রাজস্ব শাখা)
www.kishoreganj.gov.bd

(জলমহাল ইজারার আবেদন গ্রহণ বিজ্ঞপ্তি (১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ)

(বিজ্ঞপ্তি নম্বর- ০২/২০২৪)

সমবায় অধিদপ্তর এবং সমাজেসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ও সংগঠনের সভাপতি/সম্পাদকের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী কিশোরগঞ্জ জেলার ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে আয়তন বিশিষ্ট বদ্ধ শ্রেণির জলমহাল ১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত শর্তে সীলমোহরকৃত খামে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। বিস্তারিত তথ্যাদি জেলা প্রশাসকের কার্যলয়ের রাজস্ব শাখা হতে জানা যাবে।

আবেদন গ্রহণের পর্যায়	আবেদন ফরম বিক্রয়ের শেষ তারিখ	আবেদন দাখিলের তারিখ ও সময়	আবেদন বাক্স খোলার তারিখ ও সময়	আবেদন ফরম প্রাপ্তির স্থান	আবেদন ফরম দাখিলের স্থান
১ম পর্যায়	০৩/০৪/২০২৪ খ্রি. বিকাল ০৫.০০ পর্যন্ত	০৪/০৪/২০২৪ খ্রি সকাল ৯.০০ টা হতে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত	০৪/০৪/২০২৪ খ্রি. দুপুর ১.০৫ ঘটিকায়	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ ও জেলাধীন সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (রাজস্ব শাখা), কিশোরগঞ্জ
২য় পর্যায়	২৩/০৪/২০২৪ খ্রি. বিকাল ০৫.০০ পর্যন্ত	২৪/০৪/২০২৪ খ্রি সকাল ৯.০০ টা হতে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত	২৪/০৪/২০২৪ খ্রি. দুপুর ১.০৫ ঘটিকায়		
৩য় পর্যায়	০৬/০৫/২০২৪ খ্রি. বিকাল ০৫.০০ পর্যন্ত	০৭/০৫/২০২৪ খ্রি সকাল ৯.০০ টা হতে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত	০৭/০৫/২০২৪ খ্রি. দুপুর ১.০৫ ঘটিকায়		

শর্তাবলী

০১. জলমহাল ইজারা গ্রহণকারী কোন সমিতি বছরের যে কোন সময় জলমহাল ইজারা গ্রহণ করলেও ঐ বছরের ১ বৈশাখ হতে ইজারা হিসেবে গণ্য করা হবে।

০২. উপরে বর্ণিত কার্যালয়সমূহ হতে উল্লিখিত তারিখ অফিস চলাকালীন জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ বরাবরে ৫০০/- টাকার ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার (যে কোন তফসিলভূক্ত ব্যাংক) মূলে (অফেরতযোগ্য) আবেদন ফরম ক্রয় করা যাবে। আবেদন ফরমের সমুদয় কলাম যথাযথভাবে পূরণ করে দাখিল করতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

০৩. আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারী কর্তৃক প্রস্তাবিত ইজারামূল্যের ২০% অর্থ জামানত বাবদ সরকার অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ বরাবরে বিডি/পে-অর্ডার মারফত জমা দিতে হবে। জামানতের অর্থ ইজারার শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। ধার্য তারিখে টেন্ডার বাক্স খোলার সময় যদি কেউ উপস্থিত থাকেন তার সামনে খোলা হবে।

০৪. দরপত্রে উল্লিখিত দরের ১০% হারে আয়কর এবং ১৫% হারে মূল্য সংযোজনকর (ভ্যাট) এবং ১ম বছরের গৃহীত মূল্যের সাকুল্য টাকা ডাক গ্রহণের ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্র তারিখে মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং ৩য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ২য় বছরের ১৫ চৈত্র তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইতোপূর্বে জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং জলমহাল পুনঃ ইজারা/বন্দোবস্ত জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না। এছাড়া সরকার কর্তৃক আয়কর ও ভ্যাট এর বর্ধিত করা হলে ইজারাদার তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

০৫. কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনকে দুটির বেশি জলমহাল ইজারা গ্রহণ করতে পারবে না।

০৬. জলমহাল ইজারা গ্রহণে আগ্রহী সমিতি/সংগঠনকে সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে এতদসংক্রান্ত কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

০৭. আবেদনকারী সমিতি প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি কি-না এবং সমিতির অবস্থান জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী কিনা এই মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

০৮. কোন সমিতি ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপী হলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা জলমহাল বিষয়ে অন্য কোন আদালতে মামলা থাকলে উক্ত সমিতি ইজারার আবেদনের অযোগ্য বিবেচিত হবে।

০৯। জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১০। সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর ভিত্তিতে একটি মাত্র প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠনের আবেদন পাওয়া গেলেও উক্ত সমিতির অনুকূলে ইজারা প্রদোন করা হবে। একাধিক সংগঠন/সমিতি আবেদন করলে এবং একই পদ্ধতিতে উপযুক্ত বিবেচিত হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আলাপ আলোচনা তথা সমঝোতাভিত্তিতে একটি নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারবেন।

১১। সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথা তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে জেলা প্রশাসক লীজ বাতিল করতে পারবেন এবং বাতিলকৃত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদান করতে পারবেন।

১২। কোন সমিতি/সংগঠন বরাবরে কোন জলমহাল ইজারা প্রদানের জন্য জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় কর্তৃক ইজারা বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ১ম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য (ভ্যাট ও আয়করসহ) পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী প্রতি বছরের ইজারামূল্য পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রদত্ত ইজারাদেশ জেলা প্রশাসক বাতিল করবেন এবং জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থ সরকার অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক কিংবা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১৩। নিদিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/

১৪। ইজারার ক্ষেত্রে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ ও ভবিষ্যতে প্রযোজ্য সকল নিয়মনীতি ইজারাদারদের জন্য অবশ্যই পালনীয় হবে।

১৫। ইজারাকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাব-লীজ দেয়া যাবে না বা অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দেয়া যাবে না। যদি সাব-লীজ প্রদান প্রমাণিত হয় তবে ইজারাদেশ বাতিল করা হবে এবং জলমহালের জমাকৃত অর্থ সরকার অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। উক্ত লীজ গ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত প্রাপ্তির জন্য কোন আবেদন করতে পারবেন না।

১৬। ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের উপর ন্যস্ত হবে।

১৭। ইজারাকৃত সকল জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় নমুনা আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে।

১৮। বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না।

১৯। যে সকল জলমহাল (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) থেকে জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না এবং ইজারাকৃত বদ্ধ জলমহালে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে।

২০। ইজারাকৃত সরকারি জলমহালের তীরে ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক সামাজিক বনায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

২১। সরকারি জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত গ্রহিতা নিবন্ধিত কোন মৎস্যজীবী সমিতি/এনজিওর সাথে কোন জঙ্গিবাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে এবং উক্ত সমিতির অনুকূলে কোন জলমহাল ইজারা দেয়া হয়ে থাকলে তা বাতিল করে নতুনভাবে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

২২। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবনভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ের রূপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণের অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৩। ইজারাকৃত জলমহালে কোন রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না।

২৪। জলমহালসমূহের তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব বাগানের সৃষ্টি করতে হবে। যা মাছের নিরাপদ আশ্রয় ভূমি হিসেবে গণ্য হবে। ইজারাকৃত জলমহালে কেউ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবে না।

২৫। ১ম বছরের সমুদয় অর্থ জমা দিয়ে কৃতকার্য আবেদনকারী নির্ধারিত ফরমে ৩০০/- টাকার মূল্যমানের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের সময় তাকে দুই কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে।

২৬। ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে কোনরূপ করণিক ভুল পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনযোগ্য।

২৭। ইজারামূল্য পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/সংগঠন স্ব-উদ্যোগে ইজারা চুক্তি সম্পাদনক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস হতে নিজ উদ্যোগে জলমহালের দখল গ্রহণ করবেন। অন্যথায় যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা যাবে না কিংবা কোন কর্তৃপক্ষ বা কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না। লীজচুক্তি সম্পাদন ব্যতীত জলমহালের দখল প্রদান করা যাবে না।

২৮। মামলাজনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনসঙ্গত কারণে জলমহালসমূহের সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না অথবা জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে, মাছের মড়ক ইত্যাদি কারণে ক্ষতিপূরণ চেয়ে জলমহাল ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না।

২৯। আদালতে কোন মামলা/প্রাকৃতিক কারণে কোন ক্ষতিগ্রস্থতার অজুহাতে ইজারামূল্য সমন্বয় কিংবা ইজারা মেয়াদ বৃদ্ধির কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩০। জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সনের মৎস্য সংরক্ষণ আইনের কোন বিধান লংঘিত হয়।

৩১। এতদসঙ্গে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জলমহালের বন্দোবস্ত ১৪৩১ হতে ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩২। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া সদস্য নেই তারাও আবেদনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

৩৩। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন আবেদন গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

কিশোরগঞ্জ জেলার ২০ একরের উর্দ্ধ আয়তন বিশিষ্ট ১৪৩১ বঙ্গাব্দ থেকে ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা:

ক্রমিক নং	উপজেলা	জলমহালের নাম (বদ্ধ)	আয়তন (একরে)	সরকারি মূল্য	মন্তব্য
১	অষ্টগ্রাম	জলকইরাল পাশখলা বাজুকার দাইর	১৩৭৫.৯১	১,৩৫,৯৯,০৩২/-	
২	অষ্টগ্রাম	ইকরদিয়া মেঘনা	২০০.১৬	২২,০৫,০০০/-	
৩	অষ্টগ্রাম	কালনা সমারচর	৭০৯.২৪	১৩,৪৩,৪৩৫/-	
৪	অষ্টগ্রাম	গেওড়া বিল বড় মাদুলী	৩১.৪৪	৪৭,২৫০/-	
৫	ইটনা	ওয়ারা ডুইয়া	২৪.৬৯	৩,৩৭,০৫০/-	
৬	ইটনা	মইশামারী জোয়ারিয়া বিল	২১.২৫	৩,৯৬,৩৭৯/-	
৭	ইটনা	ভান্ডার বিল	৪৮.১৬	৪,৫০,৬২৬/-	
৮	ইটনা	পুরান দুয়ার	১৩৮.৪৩	৯,৪৫,৩০২/-	
৯	ইটনা	কৈশর বিল	৩১.৭৪	২,১৪,২০০/-	
১০	ইটনা	দুধজান বিল	৩৫.২০	৪,৫৬,৭৫০/-	
১১	মিঠামইন	গাইনাল মাইনাল	২০.১৯	৭২,৭৬৫/-	
১২	মিঠামইন	খুনখুনী বিল	৭৭.২৯	৮,৩৮,৯০৭/-	
১৩	মিঠামইন	ভোগলী বিল	২৯.৬০	৯,৭৩,৩৫০/-	
[illegible]	নিকলী	ডুবি জলমহাল	১৭২.৯৬	৪৮,৭৪,১৩১/-	

ক্রমিক	উপজেলা	জলমহালের নাম (বদ্ধ)	আয়তন (একরে)	সরকারি মূল্য	মন্তব্য
১৫	নিকলী	নানশ্রী বিল	৩৯.১৯	১১,০৮,৫৯০/-	
১৬	তাড়াইল	সাজিয়া কাউনিয়া	২৮.৩৫	১৪,৮০,৮৫১/-	
১৭	বাজিতপুর	নগনার খাল	৪১৭.৪৪	৯,২৩,৪৭৫/-	
১৮	বাজিতপুর	ঢেউ ডাংগা বিল	২২.১৮	২১,০০০/-	
১৯	কটিয়াদী	বিল পুরুষ বদিয়া	২৩.১১	৭,৩৫০/-	
২০	কটিয়াদী	কুটির বিল	২৮.৭৭	১১,০৮,০১৩/-	
২১	বাজিতপুর	পাবিয়াদহ	৬৮.৬৭	৩,১৫,০০০/-	
২২	মিঠামইন	আতপাশা	১৮০.৭২	২৪,৮৩,০০৪/-	
২৩	ইটনা	মরদা বিল	৩২.৬৮	১,২৬,০০০/-	
২৪	করিমগঞ্জ	ফাংগাইর দাইর	৪৩.৫১	৩,৬১,০৯৫/-	

স্বাক্ষরিত/-
মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
কিশোরগঞ্জ

স্মারক নম্বর: ৩১.১২.৪৮০০.০০৭.৩৫.০৬০.২২-৭৬৯

তারিখ: ০৫ চৈত্র ১৪৩০ / ১৯ মার্চ ১৪২৪

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে

০১। মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, নির্বাচনী এলাকা, কিশোরগঞ্জ ০১/০২/০৩/০৪/০৫/০৬;
০২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৩। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ''ভূমি ভবন'' ৯৮, শহীদ তাজউদ্দিন স্মরণী, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮;
০৪। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা;

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে /কার্যার্থে

০১। পুলিশ সুপার, কিশোরগঞ্জ;
০২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ;
০৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কিশোরগঞ্জ;
০৪। নির্বাহী প্রকৌশলী,গণপূর্ত/সড়ক ও জনপথ বিভাগ/এলজিইডি/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল/বিএডিসি(সেচ)/পানি উন্নয়ন বোড, কিশোরগঞ্জ;
০৫। মেয়র, কিশোরগঞ্জ/বাজিতপুর/ভৈরব/কুলিয়ারচর/কটিয়াদী/করিমগঞ্জ/পাকুন্দিয়া/হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ;
০৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সকল), কিশোরগঞ্জ;
০৭। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর/জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর/জেলা সমবায় কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ;
০৮। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ;
০৯। জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ;
১০। সহকারী কমিশনার (ভূমি), ...(সকল), কিশোরগঞ্জ । বিজ্ঞপ্তিটি মাইক যোগে ও ঢোল সহরতের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র সাথে --------কপি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করা হলো। প্রেরিত বিজ্ঞপ্তিগুলো তাঁর উপজেলার সকল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অফিসসমূহে, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জারী করে জারীর এস,আর কপি ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো;
১১। জেলা তথ্য অফিসার, কিশোরগঞ্জ। তাঁকে বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের নিমিত্ত মাইক যোগে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো;
১২। সহকারী কমিশনার, আইসিটি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ। তাঁকে বিজ্ঞপ্তিটি জেলা প্রশাসনের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো;
১৩। সহকারী বন সংরক্ষক, কিশোরগঞ্জ;
১৪। সম্পাদক, দৈনিক....., কিশোরগঞ্জ। এসাথে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তি আপনার দৈনিক পত্রিকায় ভেতরের পাতায় সীমিত পরিসরে ( ) কেবলমাত্র ০১ (এক) দিনের জন্য জরুভিত্তিতে প্রকাশের অনুরোধসহ;
১৫। নোটিশ বোর্ড/অফিস কপি/মাষ্টার ফাইল।

শেখ জাবের আহমেদ
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
ও
সদস্য সচিব
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
কিশোরগঞ্জ.